কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো

Tax Expenditure Policy and Management Framework (TEPMF)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১.০ প্রেক্ষাপট

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। এই বহুল প্রত্যাশিত উত্তরণ মূলত দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রতিফলন। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণের এই ঐতিহাসিক অধ্যায়ে বাংলাদেশের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে অবারিত সুযোগ এবং অপার সম্ভাবনা। স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার এই প্রক্রিয়ায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বহুবিধ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও উৎসের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা, দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা। বাংলাদেশ আর্থসামাজিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং নীতিগত কাঠামো যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, শক্তিশালী ও সুসংহত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

পৃথিবীর সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর ব্যবস্থাপনা একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক। সুসংহত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যে লক্ষ্যের দিকে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে, দেশের কর ব্যবস্থাপনাকে সেই লক্ষ্যপূরণে সহায়ক রূপে প্রস্তুত করতে হবে, যাতে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর, মধ্যম আয়ের দেশের জন্য উপযোগী একটি শক্তিশালী, উন্নয়নমূলক এবং সুসংহত কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশের রাজস্ব খাতের ব্যবস্থাপনায় যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে তা একটি বর্ধনশীল অর্থনীতির চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। বিশেষত, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য যে অর্থনৈতিক কাঠামো প্রয়োজন তার জন্য বর্তমান কর ব্যবস্থাপনা এখনো যথাযথ নয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাজস্ব নীতি এবং রাজস্ব প্রশাসন এর উন্নয়ন এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি করা অতীব জরুরী, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি সমতাভিত্তিক শক্তিশালী অর্থনীতি নিশ্চিত করা যায়, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পরবর্তীকালে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য এবং দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী ও সুসংহত করার জন্য, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো [Tax Expenditure Policy and Management Framework (TEPMF)] তৈরি করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যমান কর ব্যয় (Tax Expenditure) পদ্ধতিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই কর ব্যয় নীতিমালা ও উহার ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মূল উদ্দেশ্য হলো কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা নিশ্চিতকরণ। কর ব্যয় নীতিমালাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে, রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়া সমতাভিত্তিক হবে এবং রাজস্ব খাতে যে সকল অসম নীতি রয়েছে তা দূরীভুত হবে।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

TEPMF এর মূল লক্ষ্য হল সরকারের কর ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করা যাতে কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উহার কার্যকারিতা পরিমাপ করা যায়। TEPMF এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

২.১ বিদ্যমান সকল ধরণের কর ব্যয়সমূহকে যৌক্তিকীকরণ, কর ব্যবস্থা সহজীকরণ এবং জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি;

২.২ করনীতি সংশ্লিষ্ট একটি কাঠামো প্রণয়ন, যাতে করে জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতির সাথে প্রদত্ত কর অব্যাহতি সুবিধাসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;

২.৩ যে সকল কর অব্যাহতি সুবিধা নতুন করে দেয়া হবে সেগুলির সর্বোচ্চ মেয়াদকাল পাঁচ বছর নির্ধারণ করা এবং যে লক্ষ্যে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা অর্জিত না হলে বিদ্যমান অব্যাহতি সুবিধার সময়কাল বৃদ্ধি না করা;

২.৪ একটি সহজ, স্বচ্ছ এবং বিধিবদ্ধ আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাজস্ব নীতির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা;

২.৫ জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

৩.০ কর ব্যয় এর সংজ্ঞা

কর ব্যয় (Tax Expenditure) হলো কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা করদাতাগণকে অর্থনৈতিক বা সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কোন কর অব্যাহতি, সংকুচিত করহার, কর দায়ভারের বিলম্বিতকরণ (deferral of tax liability) অথবা অনুরূপ কোন কর সুবিধা প্রদানের ফলে যে পরিমাণ কর কম আদায় হয় তার সমষ্টি। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদর্শ অবস্থান হতে রাজস্ব কাঠামোর যে কোন পরিবর্তন যার মাধ্যমে সাধারণভাবে সকল করদাতা অথবা কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রম/খাত সংশ্লিষ্ট করদাতা, কোন সুনির্দিষ্ট এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী করদাতা, কিছু বিশেষ পেশায় নিয়োজিত করদাতা, কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত/গৃহস্থালির আওতাভুক্ত করদাতা অথবা অনুরূপ বিভিন্ন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করদাতাগণকে প্রদত্ত সকল কর অব্যাহতি কর ব্যয় (Tax Expenditure) হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই নীতিমালার আওতায় কর ব্যয় বলতে বিদ্যমান কর আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, যেমন এসআরও বা আদেশ এর মাধ্যমে প্রণীত বিভিন্ন আইনানুগ কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর, কাস্টমস ডিউটি, আয়কর ও আবগারি কর ব্যবস্থায় প্রদত্ত সকল কর ছাড়কে বুঝাবে। তবে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহ অগ্রীম আয়কর বিধায় উক্ত উৎসে কর কর্তন/সংগ্রহের হার এর হ্রাস/বৃদ্ধি কর ব্যয় এর আওতাভুক্ত হবে না।

৪.০ অনুমোদনকারী ও তদারককারী কর্তৃপক্ষ

৪.১ কর ব্যয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

(ক) আয়কর আইন, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন এবং কাস্টমস আইনের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদত্ত কর অব্যাহতি প্রদানের সকল ক্ষমতা রহিত করা হবে।

(খ) বার্ষিক জাতীয় বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, বিভিন্ন কর আইন সংশ্লিষ্ট যে কোন কর ব্যয় অনুমোদনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হবে জাতীয় সংসদ। সংসদ না থাকলে কর ব্যয় সংক্রান্ত বিধান জারির ক্ষমতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নিকট ন্যস্ত থাকবে।

(গ) বৃহত্তর জনস্বার্থে অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা জরুরী প্রয়োজনে, মন্ত্রী পরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সাময়িক কর ব্যয় অনুমোদন করতে পারবেন। উক্তরূপে অনুমোদিত কোন কর ব্যয় যে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদন করা হবে তার মেয়াদ কোন ক্রমেই জারীর তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের শেষ দিনের অতিরিক্ত হবে না। কোন কর ব্যয়কে যে অর্থবছরে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ছাড় দেওয়া হয়েছে, সে অর্থবছরের পরেও উক্ত কর ব্যয় কার্যকর রাখতে হলে তা জাতীয় সংসদের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।

৪.২ তদারককারী কর্তৃপক্ষ

অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক জাতীয় সংসদে একটি বাৎসরিক কর ব্যয় (Tax Expenditure) প্রতিবেদন উপস্থাপিত হবে। উক্ত প্রতিবেদনে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-কর ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং বিদ্যমান কর ব্যয়সমূহের মধ্যে প্রতিবছর কমপক্ষে এক পঞ্চমাংশের ফলাফল মূল্যায়ন, যাতে করে প্রতিটি কর ব্যয়কে প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে কমপক্ষে একবার মূল্যায়ন করা হয় এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়।

৫. কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো

৫.১. নীতিগত কাঠামো

৫.১.১ প্রস্তাবনা প্রণয়ন এবং কাঠামো নির্ধারণ

কোন কর ব্যয় উপস্থাপন, সংশোধন, রহিতকরণ, পরিবর্ধন বা এর কাঠামো নির্ধারণ এর দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে, এবং এরূপে প্রণীত কর ব্যয়সমূহ সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা কর্তৃক জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে।

৫.১.২ পরামর্শকরণ

কোন কর ছাড় প্রস্তাবনা উত্থাপন, সংশোধন, পরিবর্ধন বা বাতিলের পূর্বে অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অংশীজনের সাথে পরামর্শ করবেন। এছাড়াও, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অর্থনৈতিক নীতি ও অন্যান্য নীতিগত বিষয়ের সাথে কর ব্যয়সমূহ যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা তদারকি করবেন।

৫.১.৩ আইনগত ভিত্তি

(ক) কর ব্যয় নীতিমালা এবং এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো (TEPMF) এর আইনানুগ বাস্তবায়নের জন্য সকল কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ অর্থ বিলের সাথে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক কর ব্যয়সমূহ অনুমোদনের পর যতদুর সম্ভব সংশ্লিষ্ট কর আইনসমূহে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অনুচ্ছেদ ৪.১ (গ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনরূপ কর ব্যয় অনুমোদন করা যাবে না। তবে এরূপে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত কর ব্যয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধানসমূহের জন্য পৃথকভাবে প্রজ্ঞাপণ জারি করা যাবে।

(খ) প্রজ্ঞাপন বা আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত যে সকল বিদ্যমান কর ব্যয়ের কোন মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ নির্ধারিত নেই, সে সকল কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট সকল প্রজ্ঞাপণ বা আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০ জুন ২০২৬ খ্রি: তারিখের মধ্যে জাতীয় সংসদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুসারে সেসকল কর ব্যয়সমূহ অনুমোদন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা রহিতকরণ করা হবে।

(গ) অর্থমন্ত্রী/অর্থ উপদেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রী, সরকারী কোন দপ্তর বা সংস্থা, কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট কোন বিধান জাতীয় সংসদে অনুমোদনের লক্ষ্যে কর সংশ্লিষ্ট বিল বা অর্থবিলে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে আইনানুগভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন না। কোন কর ছাড় সুবিধাকে ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকারিতা দেয়া হবে না।

(ঘ) কোন ব্যক্তি/সত্তার কোনো নির্দিষ্ট আয়ের উৎসের বিপরীতে, কোন সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, আইনের মাধ্যমে কোন কর ছাড় প্রদান করা হলে, সেই ব্যক্তি/সত্তা পরবর্তীতে অন্য কোন পদ্ধতিতে উক্ত নির্দিষ্ট আয়ের উৎসের বিপরীতে কর ছাড় প্রাপ্য হবেন না। এছাড়াও উক্ত ব্যক্তি/সত্তা যদি কোন ধরনের একীভূতকরণ, বিভক্তিকরণ বা অধিগ্রহণের মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করেন, তাহলে তিনি বিদ্যমান কর ছাড় প্রাপ্য হবেন না।

(ঙ) আন্তর্জাতিক কনভেনশন, দ্বিপক্ষীয়/বহুপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি, কর সংশ্লিষ্ট কোন চুক্তি, দ্বৈত-কর পরিহার সংক্রান্ত কোন চুক্তির আওতায় অনুমোদিত কর ছাড়সমূহ এবং কর আইনসমূহ এই নীতিমালার উপর প্রাধান্য পাবে।

৫.১.৪ বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ

(ক) কর ছাড় সংক্রান্ত সকল প্রস্তাবনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে হবে, এবং এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ আবশ্যিকভাবে সরকারের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত বা অন্য যেকোনো নীতির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত হতে হবে।

(খ) জাতীয় সংসদের নিকট উত্থাপিত কর ছাড় সংক্রান্ত প্রতিটি প্রস্তাবনার সাথে আবশ্যিকভাবে উক্ত কর ছাড়ের কারণে প্রাপ্ত সুবিধা এবং রাজস্ব ছাড়ের পরিমাণ এবং উক্তরূপ রাজস্ব ছাড়ের বন্টনজনিত প্রভাব (distributional impact) সুস্পষ্টভাবে বিবৃত থাকতে হবে।

৫.১.৫ সূর্যাস্ত বিধান বা সানসেট ক্লজ **(Sunset Clause)**

(ক) কর ব্যয় ব্যবস্থার প্রতিটি বিধান নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্যায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, নতুনভাবে অনুমোদিত প্রতিটি কর ব্যয় বিধানের সাথে সানসেট ক্লজ বা কর সুবিধা সমাপ্তির সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ থাকবে। বিদ্যমান আইনে অনির্দিষ্টকালের জন্য যে সকল কর অব্যাহতি সুবিধা দেয়া আছে জাতীয় সংসদের অনুমোদনক্রমে সেসকল কর অব্যাহতি সুবিধা অনির্দিষ্টকালের জন্য চালু রাখা যাইবে।

(খ) কর ব্যয় নীতিমালা কার্যকর হবার পর নতুন করে কোন কর সুবিধা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রদান করা হলে তার মেয়াদকাল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতিত পাঁচ বছর এর অধিক হবে না। তবে, জনস্বার্থে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা যাবে।

(গ) সাধারণভাবে, কোন কর সুবিধা সংক্রান্ত বিধি বিধানে উল্লিখিত মেয়াদকাল বৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত করা হবে। তবে, নির্দিষ্ট মেয়াদকালের পরেও কোন কর সুবিধার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে কর সুবিধার কার্যকর ফলাফল এবং কর ব্যয়ের পরিমাণ পর্যালোচনার ভিত্তিতে সময়বৃদ্ধির আইনানুগ ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৫.২ কর ব্যয় ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

কর ব্যয় ব্যবস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

(ক) অংশীজনের প্রয়োজন মোতাবেক কর ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহকরণ এবং আইনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর ব্যয়সমূহের তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন;

(খ) কর ব্যয় ব্যবস্থার সকল তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ;

(গ) কর ছাড়ের সুবিধাসমূহ আইনানুগভাবে যে সকল ব্যক্তি প্রাপ্য হবেন, সে সকল ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যাতে উক্ত কর ছাড়ের সুবিধা দাবি করতে না পারেন, তার জন্য একটি বিশেষায়িত যাচাইকরণ পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) কর ব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ও কেন্দ্রীয় অডিট কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নসহ এই সিস্টেমে বিভিন্ন নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(ঙ) একটি সুষম ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক ও বিচারিক শাস্তি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন, যার মাধ্যমে অবৈধ সুবিধাভোগীদের যথাযথ শাস্তি প্রদান নিশ্চিতকরণ।

৫.৩ কর ব্যয় প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং কর ব্যয় প্রাক্কলন কাঠামো

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় সংসদের নিকট বাৎসরিক কর ব্যয় প্রতিবেদন উপস্থাপিত হবে;

(খ) কর ব্যয় এর কাঠামো নির্ধারণ, প্রাক্কলন ও পরিবীক্ষণ এর জন্য প্রতিটি কর ব্যয় সংশ্লিষ্ট কাঙ্খিত সীমা (Benchmark) সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে, যাতে এই বেঞ্চমার্কের বিপরীতে পরিমাপকৃত বিচ্যুতিসমূহ সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;

(গ) কর ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য রাজস্ব হ্রাস পদ্ধতি (Revenue Foregone Method) ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতিতে কর ব্যয় হিসাব করা সম্ভব না হলে যে রাজস্ব আদায় হতো, কর ব্যয় বাস্তবায়নের ফলে তা থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব কম আদায় হয়েছে সেই পরিমাণকে কর ব্যয় হিসেবে প্রাক্কলন করা যাবে। এক্ষেত্রে কর ধার্য করা বা না করার কারণে করদাতাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কোন পরিবর্তন বিবেচনায় নেয়া যাবে না।

৬. কার্যকারিতার তারিখ

এই নীতিমালা ১ জুলাই ২০২৫ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে।